যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিকের পদোন্নতি কি হিমাগারেই থাকবে?

স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডে বাঙালিদের মনে ভীষণভাবে ঘৃণা ও বিদ্রোহের উত্তাপ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। অবশেষে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে নতুন দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজকের প্রজন্মের কাছে সেদিনের বাস্তব অবস্থা অনেকটা রূপকথার কাহিনীর মতো মনে হবে। রাস্তাঘাট, পুল, রেলপথ, মহল্লার পর মহল্লা, গ্রামের পর গ্রাম, বাড়িঘর ছিল আগুনে পোড়া ছাই। লঞ্চ, স্টিমার, রেলগাড়ি, বাস ছিল অতি সামান্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের কোষাগার ছিল প্রায় শূন্য। চারদিকে যুদ্ধে পরাজিতদের দোসররা খুন, ডাকাতি, লুটতরাজে মেতে উঠেছিল। পত্রিকা খুললেই পাটের গুদাম, খাদ্যের গুদামে আগুনের খবর যেন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। খাবারের অন্বেষণে মানুষ, পশুপাখির একসঙ্গে কাড়াকাড়ির চিত্র সংবাদপত্রে এসেছে। শিশু খাদ্য গুঁড়োদুধ, পরনের কাপড়সহ নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সংগ্রহ করতে হতো ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত মানুষ রেশন স্লিপের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পেত। ঢাকা শহরে একশ্রেণীর মানুষের হাতে ছিল অসংখ্য রেশনকার্ড। তখনকার দিনে এ রেশনকার্ডের ব্যবসার মাধ্যমে অনেকে রাতারাতি বিশাল ধনসম্পদের মালিক বনে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য কারফিউ দিয়ে অবৈধ রেশনকার্ড বাতিল করেছিলেন।

> শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের নানা সাহসী পদক্ষেপ সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বন্ধ। এ সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের বেঁধে দেয়া সময়সীমা বহু আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ক্ষেপণের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ সুযোগে ঢাকার বাইরে থেকে বিপুলসংখ্যক সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে বদলি করে ঢাকার শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে।

সেই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে সরকার সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য বই, খাতা, পেন্সিল, দুধ, ছাতুসহ নানা সামগ্রী বিনামূল্যে প্রদান করত। বিদ্যালয়, মসজিদ বা বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনামূল্যে টিন প্রদান করা হতো। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলের কাপড় স্বল্পমূল্যে দেয়া হতো। সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে কম্বল দেয়া হয়। তীব্র অভাব, নৈরাজ্য, হাহাকারের মাঝেও বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার এবং এর সুফল তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা না গেলে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সে সময় তিনি গরিব, মেহনতি, কৃষক, শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দেড় লক্ষাধিক শিক্ষককে সরকারিকরণ করেন। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে না থাকলেও তার কন্যা ক্ষমতায় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের ঘোষণাসহ শিশু থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের নানা সাহসী পদক্ষেপ সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি দীর্ঘ ৮ বছর ধরে বন্ধ। এ সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের বেঁধে দেয়া সময়সীমা বহু আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ক্ষেপণের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ সুযোগে ঢাকার বাইরে থেকে বিপুলসংখ্যক সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে বদলি করে ঢাকার শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এ বদলি যেন তাদের বিশাল সফলতা ও কর্মযজ্ঞ!

প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের আন্তরিকতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্থবিরতা দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপসহ মন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করছি।

সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির কোনো জটিলতা থাকলে তাৎক্ষণিক সিনিয়র শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব দেয়া।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি করে সহকারী শিক্ষক থেকে শতভাগ পদোন্নতি দেয়া।

সহকারীদের প্রধান শিক্ষকদের একধাপ নিচে বেতন স্কেল দেয়া।

ঢাকা শহরের শিক্ষকদের অধিকার হরণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা।

প্রধান শিক্ষকদের করসপন্ডিং স্কেল ও গেজেট করা।

প্রাথমিকে পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা।

প্রাথমিকের সংগঠনগুলো আজ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। লোভ-লালসা ও নেতৃত্বের নিদারুণ মোহে আজ যেন তারা ভুলেই গেছে শিক্ষকদের স্বপ্নের কথা। নেতৃত্বের নিস্তব্ধতায় আজ সাধারণ শিক্ষকরা হতবাক। নেতাদের সব মোহ ত্যাগ করে শিক্ষকদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। নয়তো তারা ও সাধারণ শিক্ষকরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কলংকিত হবেন। আসুন, আমরা ঢাকার শিক্ষক সমাজ বিভিন্ন সংগঠনের ভেদাভেদ ভুলে অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হোক।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com